ফ্রা | ঙ্ক | ফু | র্ট

ঐতিহাসিক ডি ডে

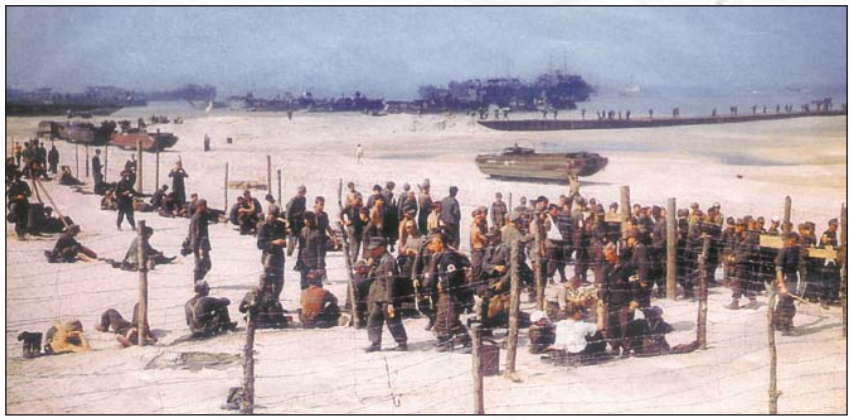

bigvÛ‡Z Rvgvb ew›`iv

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জার্মান টিভি চ্যানেলগুলো যুদ্ধের ওপর বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্র সম্প্রচার করছে। প্রামাণ্যচিত্রগুলো তৈরি করা হচ্ছে এমন সব ভিডিও ক্লিপ দিয়ে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান ও মিত্রবাহিনীর বিশেষ ক্যামেরা টিম কর্তৃক বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি ধারণ করা হয়েছিল। ভিডিও ক্লিপগুলো দীর্ঘদিন বাক্সবন্দি অবস্থায় থাকার পর এখন ধীরে ধীরে প্রকাশ করা হচ্ছে। যুদ্ধ সমাপ্তির ৬০ বছর পরও প্রায় প্রতিদিন এখন বাজারে আসছে যুদ্ধের নিত্যনতুন সব প্রামাণ্যচিত্র। চিত্রগুলোতে অনেক সময় দেখা যায় চিত্রগ্রহণরত অন্য একজন ক্যামেরাম্যান গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছেন বা কামানের গোলার আঘাতে উড়ে যাচ্ছেন। অপরপক্ষে হিটলারের এস এস বাহিনীর ধারণকৃত তথ্যচিত্রগুলোতে দেখা যায় হিটলারের দলীয় কর্মকান্ড, যুদ্ধের প্রস্তুতি, জনগণের উদ্দেশে বজ্রকঠিন ভাষণ, সেনাবাহিনীর দাম্ভিক প্যারেড ইত্যাদি।

৬ জুন ১৯৪৪। ডি ডে- মিত্রবাহিনীর শেষ ছোবল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকের এই সময়টিতে প্রতিবেশী অনেক দেশের মতো ফ্রান্সও চার বছর যাবৎ জার্মানির পদানত। বছরের শুরু থেকেই ফ্রান্সকে মুক্ত করার জন্য মার্কিন ও ব্রিটিশ যৌথ বাহিনী ইংল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলীয় শহর জাইনে এবং লইরের সংযোগকারী রেললাইন ও ব্রিজগুলোর ওপর অবিরাম বোমা বর্ষণ করে আসছে। এ সময় তারা জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের মাটিতে ২ লাখ টনেরও বেশি বোমা নিক্ষেপ করে। ইঙ্গ-মার্কিন এই অপেক্ষাকৃত দুর্বল অভিযানটির নাম ছিল নেপচুন, যা মূলত ৬ জুন শুরু হওয়া মূল হামলা 'অপারেশন ওভারলর্ড'-এর প্রস্তুতিপর্ব। অক্ষশক্তি হিটলারের হাত থেকে ফ্রান্স তথা ইউরোপের অবশিষ্ট দেশগুলো মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মরণ ছোবল অপারেশন ওভারলর্ডের প্রস্তুতি হিসেবে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ বাহিনী ইংল্যান্ডের মাটিতে সমাবেশ ঘটায় ১৭টি দেশের বিশাল এক সৈন্য বহর। ১৭ লাখ ব্রিটিশ এবং ১৫ লাখ মার্কিন সৈন্য অবস্থান নেয়

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় অভিজ্ঞতার কথা জানান। দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। লেখার সঙ্গে ছবি দিন। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

info@shaptahik2000.com

কা | না | ডা

পল মার্টিনের ক্ষমা প্রার্থনা

কানাডার প্রধানমন্ত্রী পল মার্টিন স্পন্সরশিপ আর্থিক কেলেঙ্কারির জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, এ ব্যাপারে পুরো তথ্য তিনি দেশবাসীর কাছে প্রকাশ করবেন। জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে মার্টিন বলেন, এ কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হবার ৩০ দিনের মধ্যে তিনি সাধারণ নির্বাচন দেবেন। আগামী ডিসেম্বর গোমারি কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে কনজারভেটিভ নেতা স্টিফেন হারপার আভাস দিয়েছেন, তিনি লিবারেল সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে এবং দ্রুত নির্বাচন দিতে বাধ্য করতে প্রস্তুত রয়েছেন। হারপার বলেন, কানাডীয়দের লিবারেলদের স্পন্সরশিপ কেলেঙ্কারি সম্পর্কে গোমারি তদন্ত রিপোর্টের রায় শোনার প্রয়োজন নেই। হারপার বলেন, নির্বাচনের তারিখের ব্যাপারে তিনি এখনো সিদ্ধান্ত নেননি। তবে এ বিষয়ে আলোচনা চলছে বলে তিনি জানান। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে আস্থা আনার ব্যাপারে ব্লকদের মনোভাব জানার জন্য ব্লক ক্যুইবেক নেতা গিলেস ডুসেপ্পি এবং নেউ ডেমোক্র্যাট নেতা জ্যাক লেটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

গত বছর ২৮ জুন লিবারেলরা সংখ্যালঘু সরকার গঠন করে। কনজারভেটিভরা সমর্থন দেবে না এটা বুঝতে পেরে ব্লকের আগে অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে। ডুসেপ্পি বলেন, এটা অনিবার্য এবং কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ঘটবে। তিনি বলেন, লিবারেলদের কানাডা শাসন করার নৈতিক কোনো অধিকার নেই। এমপি ডেভিড কিলগেরা লিবারেল কফাস সভাপতি এন্ডি স্যাভয়কে জানিয়েছেন, তিনি দল ছেড়ে স্বতন্ত্র এমপিদের সামনে নিয়ে বসবেন, এতে করে লিবারেল দলের এমপি ১৩২-এ দাঁড়ালো। গত নির্বাচনে লিবারেলরা ১৩৩, কনজারভেটিভরা ৯৯, ব্লক ৫৪ এবং এনডিপি ১৯টি আসন পেয়েছে। কমন্সের ৩০৮টি আসনে স্বতন্ত্র সদস্য দু'জন রয়েছে। একটি আসন খালি।

জসিম মল্লিক, Toronto
jasim_malik@hotmail.com

ইংল্যান্ডের ডেভন এবং লন্ডনের মাঝামাঝি এলাকায়। তাদের সঙ্গে অন্যান্য অনেক দেশের মধ্যে আরো যোগ দেয় কানাডা, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, চেক রিপাবলিক, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে এবং খোদ জার্মানির নির্বাসিত সর্বমোট ১ লাখ ৭৫ হাজার সৈন্যের এক সুবিশাল সৈন্য বাহিনী।

অন্যদিকে দখলদার জার্মান বাহিনীও আঁচ করতে পারে মিত্র বাহিনীর পরিকল্পনা। অর্থাৎ জার্মান বাহিনীর হাত থেকে ফ্রান্স তথা ইউরোপকে মুক্ত করতে হলে মিত্র বাহিনীর পক্ষে একমাত্র যা করণীয় তা হলো, সর্ব প্রথম ফ্রান্সের মাটিতে অবতরণ করা। কিন্তু কোথায় অবতরণ করবে মিত্র বাহিনী। দখলদার জার্মান ফ্রান্সের সমগ্র উপকূল এলাকায় যেভাবে নিশ্ছিদ্র দুর্গ তৈরি করে রেখেছে তাতে মিত্র বাহিনীর পক্ষে একমাত্র সম্মুখ যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ঝুঁকি ছাড়া অন্য কোনো পথ অবশিষ্ট ছিল না। জার্মান বাহিনীও এটা জানতো। কিন্তু মিত্র বাহিনী ফ্রান্সের ঠিক কোথায় অবতরণ করতে পারে তা নিয়ে জার্মান ফিল্ড মার্শালরা এবং স্বয়ং হিটলারও সন্দিহান ছিলেন। মিত্র বাহিনীর সম্ভাব্য হামলা এবং অবতরণ প্রতিরোধ করতে কয়েক লক্ষ্য জার্মান সৈন্য এবং বিনা পারিশ্রমিকের শ্রমদাসরা মিলে চার বছর সময়ে নরওয়ে এবং স্প্যানিশ সীমান্ত ঘেঁষে ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতে তৈরি করে ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য এবং নিশ্ছিদ্র এক দুর্গ যার নাম 'আটলান্টিক ওয়াল'। দুর্গের প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য জার্মান বাহিনী ফ্রান্সের উপকূলে স্থাপন করে ৬.৫ মিলিয়ন মাইন এবং পানির নিচে লুকানো জাহাজ বিধ্বংসী ৫ লাখ বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক।

মার্কিন এবং ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর ভারী ও মাঝারি মানের বোমারু বিমানগুলো শুধু ৬ জুন নরমান্ডির উপকূলে ১৪ হাজার বার বিমান হামলা করে সৈকতটিকে এক নরকপুরীতে পরিণত করে। তারপর ভোর ৬টা ৩০ মিনিটে ৭টি মিসাইলবাহী জাহাজ, ২৩টি ক্রুজার জাহাজ এবং ১০৫টি ডেস্ট্রয়ার নরমান্ডির সমুদ্র উপকূলে এসে পৌঁছালে ছোট ছোট জাহাজে করে সৈন্যরা সৈকতে অবতরণ করতে শুরু করে এবং জার্মান প্রতিরক্ষাব্যূহের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। রাত ১২টা পর্যন্ত ১ লাখ ৫৫ হাজার সৈন্য ১৬ হাজার সাঁজোয়া যানে করে পূর্ব পরিকল্পনা মতো ৫টি সৈকতের চারটি ইউটাহ, গোল্ড, জুনো এবং সোর্ড তেমন কোনো বাধা ছাড়াই দখল করে নেয়। শুধু ওমাহা সৈকতে মার্কিন বাহিনীর ব্যাপক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। মার্কিন বাহিনীর ১ম এবং ২৯তম পদাতিক ডিভিশনের পুরো এক দিন লেগে যায় সৈকতটি দখল করতে। মিত্রবাহিনীর হাতে ছিল তখন ৮৬ ডিভিশন সৈন্য, ১ হাজার ২১৩টি যুদ্ধজাহাজ, ৪ হাজার ১২৬টি পরিবহন বিমান, ৫ হাজার ১১২টি বোমারু বিমান, ৫ হাজার ৪০৯টি জঙ্গি বিমান এবং ২ হাজার ৩১৬টি অন্যান্য বিমান। শুধু ডিলিডেতে মিত্রবাহিনীর হাতে সর্বমোট ১৪ হাজার ৬৪৭টি বিমান ছিল। ৩০ জুন ১৯৪৪ যখন অফিসিয়ালি নেপচুনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়, তখন নরমান্ডিতে ৮ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি সৈন্য ছিল। জুলাইয়ের শেষ দিকে এই সংখ্যা ১৬ লাখ ছাড়িয়ে যায়। যুদ্ধ মিত্রবাহিনীর ৫৭ হাজার সৈন্য নিহত হয় এবং ১ লাখ ৫০ হাজার আহত হয়। অপরপক্ষে জার্মান বাহিনীর নিহত হয় ৬০ হাজার, আহত হয় ১ লাখ ৪০ হাজার এবং বন্দি হয় ২ লাখ ১০ হাজার সৈন্য। এছাড়া ২০ হাজার বেসামরিক লোক নিহত হয়। নরমান্ডি দখলের পর মিত্রবাহিনী ২ আগস্ট রাজধানী প্যারিসের পথে যাত্রা করে এবং ২৫ আগস্টের মধ্যে প্যারিস এবং ফ্রান্সের প্রায় সমগ্র অঞ্চল মুক্ত করতে সক্ষম হয়। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ মিত্র বাহিনী সর্বপ্রথম সীমান্ত শহর ট্রিয়ার হয়ে জার্মান মূল ভূখন্ডে ঢুকে পড়ে।

৩০ এপ্রিল ১৯৪৫ হিটলার আত্মহত্যা করেন এবং ১৯৪৫ সালের ৮ মে বার্লিন শহরের পতনের মাধ্যমে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

মোঃ ইসমাইল হোসেন বাবু
Friedberger Anlage 3
60314 Frankfurt, Germany

জে। নে। ভা

প্রবাসীদের মিলনমেলা

৩ বৈশাখ ১৪১২, বাংলা নববর্ষে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা হয়ে উঠেছিল প্রবাসী বাঙালিদের উৎসবের নগরী। জেনেভার বাঙালিদের উদ্যোগে আয়োজিত সর্বজনীন বৈশাখী মেলা ও সন্ধ্যাকালীন বৈশাখী উৎসবে ছিল সুইজারল্যান্ডে প্রবাসী বাঙালিদের প্রাণের জোয়ার। জেনেভার বাংলাদেশ মিশনের অনতিদূর এভনাই দ্য ব্লং-এর আউলা কলেজ দ্য শেচরনতে দিনব্যাপী আয়োজিত বৈশাখী মেলায় ছিল বাঙালি ঐতিহ্যের নানান আয়োজন।

পারভীন খান প্রিয়ার ইলিশ মাছ ও পান্তাভাতের খাবারের স্টলটি ছিল মেলার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এছাড়া সোহেল, জেসীর ঝালমুড়ি, রিমি-কামালের ভাগিনা হালিম, কুদরতে এলাহীর ক্যাফে শপ এবং মাহবুবের বাংলা নাটকের ডিভিডি স্টল ছিল মেলার উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ।

ঘড়ির কাঁটায় তখন সন্ধ্যা ৬টা বেজে ১০ মিনিট। রহমান খলিলুর ও ফারহানা ইয়াসমিন লাভলী বৈশাখের চিরায়িত ঐতিহ্য বর্ণনা করে, সবাইকে অভিনন্দন ও স্বাগত জানিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উদ্বোধনী ঘোষণা করলেন।

আউলা কলেজ দ্য শেচরন-এর তিনশত আসনের দর্শক গ্যালারি তখন কানায় কানায় পূর্ণ। প্যারিস থেকে আগত শাহাদাৎ রনি, আবুল কালাম আজাদ এবং লন্ডনের শিল্পী মোস্তাফিজুর রহমান প্রত্যেকে দুটি করে একক

elei‡Yi M‡bi mv‡_ bZ¨

গান শোনালেন দর্শকদের। জেনেভার শিল্পী শাহাদাত হোসেন একটি গান ও স্থানীয় শিল্পী দুটি কোরাস গান ও ছয়টি আকর্ষণীয় দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকহৃদয় মুগ্ধ করেন। সমবেত গানে কণ্ঠ দেন শিল্পী ফরহাদ, ফয়সাল, এহসান, সোহেল, শাহাদাৎ, প্রিয়া লাভলি ও তানিয়া। দলীয় নৃত্যে অংশ নেয় ভরত নাট্যমের শিল্পী ফারহানা হক ও তার সঙ্গে তানিয়া, মিলি, জেমী, ফারজানা, শশী, রিমি ও নেপালি মেয়ে সিরিস্তি। আবৃত্তিকার মলি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। অনুষ্ঠানে তবলায় ছিলেন প্যারিস থেকে আগত এম এ ওয়াহিদ, কি-বোর্ডে আইরিন হক এবং আলোক নির্দেশনায় ছিলেন সাজু। বৈশাখী সন্ধ্যা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সার্বিক নির্দেশনায় ছিলেন রিয়াজুল হক ফরহাদ ও মিসেস নাসরীন ফরহাদ।

রাত ৮টায় শুরু হয় সকলের জন্য নৈশভোজ। রাত সাড়ে ৯টায় শুরু হয় উৎসবের শেষ ও প্রধান আকর্ষণ, খ্যাতিমান মূকাভিনেতা পার্থ প্রতিম মজুমদারের মূকাভিনয়। পার্থ প্রতিমের নির্বাক অভিনয়ে বাঙালি ও ইউরোপীয় দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। রাত সাড়ে দশটায় রিয়াজুল হক ফরহাদের পরিচালনায় উৎসবের র‍্যাফেল ড্র বা লটারি ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রহমান খলিলুর, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

জীবিত শ্রেষ্ঠ ১০ বাঙালি জরিপ

বিশ্বব্যাপী বাঙালিদের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রত্যক্ষ জরিপের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ দশ বাঙালি জরিপের কার্যক্রম ৩১ মে রাত ১২টায় শেষ হয়েছে বলে মুক্তধারা নিউইয়র্ক থেকে জানানো হয়েছে। জরিপে এ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ইন্টারনেটে প্রায় ৬৫ হাজার মতো বাঙালি এবং পোস্টাল কার্ড ও পত্রিকায় প্রকাশিত জরিপ ফর্মে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং আমেরিকায় ১২ হাজারের মতো বাঙালি অংশগ্রহণ করেছে। জরিপ ফর্মে অংশগ্রহণকারীদের মনোনয়ন ভোট শেষ হবার পর থেকে কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। প্রতিটি জরিপ কার্ডে যেভাবে ইন্টারনেটে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে, একই পদ্ধতি অনুসরণ হচ্ছে। একজন অংশগ্রহণকারী যেমন ইন্টারনেটে মনোনিত হওয়ার পর একটি আইডি নম্বর পেয়েছেন যাতে তিনি তার নাম ও আইডি দিয়ে পরবর্তীতে যাচাই করতে পারেন তার মনোনয়নটির সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে কি না। একই পদ্ধতিতে জরিপ কার্ডের তথ্যও সন্নিবেশ করা হচ্ছে। সেসব কার্ডেও আইডি নম্বর থাকছে। তাতে করে কেউ যদি ইন্টারনেটে এবং পোস্টাল কার্ডে দু'ভাবেই ভোট প্রয়োগ করেন তা ডুপ্লিকেট ভোট হিসেবে বাতিল হয়ে যাবে। আগামী ২০ জুনের মধ্যে জরিপ কাজ সম্পাদন শেষ হলে শ্রেষ্ঠ ১০ বাঙালির নাম জরিপ মূল্যায়ন কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হবে বলে জানা গেছে। জরিপ মূল্যায়ন কমিটিতে রয়েছেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত।

আগামী ২৮ আগস্ট ম্যানহাটান সেন্টারে শ্রেষ্ঠ ১০ বাঙালিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করা হবে। এদিকে জীবিত শ্রেষ্ঠ ১০ বাঙালিকে সম্মানিত করার জন্য আয়োজক মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান সার্থক করে তোলার জন্য আমেরিকা ও ইউরোপের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির মতামতের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে গৌরবগাথা তুলে ধরেছেন আমেরিকা ও ইউরোপের এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন নেলসন ম্যান্ডেলা, বুট্রোস ঘালি, হিলারি ক্লিন্টন, অ্যাডওয়ার্ড কেনেডি, ম্যাক ক্যান, মুক্তির গানের চিত্রকার লিয়ার লেভিন, মুক্তিযুদ্ধ সময়কার বিবিসি সাংবাদিক মার্ক টালি, সাইমন ড্রিং, মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা গ্রন্থের লেখক সিডনি শেনবার্গ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সপ্তম নৌবহর পাঠানোর মার্কিন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারী কংগ্রেসম্যান রিচার্ড টেলর, আমেরিকান লেখক ড. ক্যারোলিন রাইটস, জীবনানন্দ গবেষক ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ক্লিন্টন বি সিলি, বব ডিলন প্রমুখ। উল্লেখ্য, শ্রেষ্ঠ ১০ বাঙালি এবং জরিপ মূল্যায়ন কমিটির ৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছবি সংবলিত ২০০৬ সালের ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক রাজা সেন তৈরি করবেন ১০ জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির ওপর ডকুমেন্টারি।

মুক্তধারা, নিউইয়র্ক, আমেরিকা

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ
ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর
দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্রতিবিম্বে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।
১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।
যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se
ঢাকা দপ্তর :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: [illegible]@yahoo.com

দ: | কো | রি | য়া

ভয় হয় প্রতিদিন

কয়েক সপ্তাহ আগে রুমমেটের ধরাপড়ার ঘটনা লিখে পাঠানোর পর এ সপ্তাহে নিজেরই ধরা পড়ার অবস্থা। ২৩ এপ্রিল সাড়ে তিনটায় কোম্পানির মালিকের স্ত্রী তার নিজের গাড়ি পরিষ্কার করছিলেন। এমন সময় ১০-১৫ জন লোক একসঙ্গে আসতে দেখে সে দৌড়ে আমার কাছে এসে বলে, 'মান্নান ইমিগ্রেশনের লোক, তাড়াতাড়ি পালাও। আমি দৌড়ে পালালাম। এর ২০-২৫ মিনিট পর সে এসে মান্নান মান্নান বলে ডাকলো। আমি বেরিয়ে এলাম। এমন সময় এলো মালিকের শ্যালিকা। বলল, ভয় পেয়েছিলে? আমি বললাম, না। তবে পালালে কেন? আমি বললাম ওদের হাতে ধরা পড়তে চাই না, কোথায় পালিয়ে ছিলে? আরও কত প্রশ্ন... মালিক, মালিকের স্ত্রী, শ্যালিকা, ম্যানেজার এবং অন্য এক কোরিয়ান আমরা প্রায় একই সময় কাজ করি। প্রতিদিন তারা আমার খোঁজ-খবর নেয়। কিন্তু এই কোম্পানিতে ঠিকমতো বেতন দেয় না। পরে মালিকের শ্যালিকার কাছে জানাতে পারলাম তারা ইমিগ্রেশনের লোক নয়, যদি দৌড়ে না পালাতাম আর যদি ইমিগ্রেশনের লোক হতো তবে নিজেই ঘটনার শিরোনাম হতে হতো। আমি টেক্সটাইলে কাজ করি। আমাদের ম্যানেজার খুব মজার মানুষ। কোনো কোনো মেশিনে যদি একাধিক বার সুতা ছিঁড়ে তবে সে সেই মেশিনকে বকা-ঝকা করে এবং একা একা কথা বলে, তার এ অবস্থা দেখে আমি প্রায়ই একা একাই হাসি।

জাপানে গিয়েছিলাম এগারো লক্ষ টাকা দিয়ে। যাওয়ার মাত্র এক বছর চার মাস পরে ধরা পড়ে বাংলাদেশে যেতে হয়েছে। এরপর দু'বার কোরিয়া আসার জন্য নিজে নিজেই চেষ্টা করে অনেক টাকা নষ্ট করি এবং তৃতীয় বার দালালের মাধ্যমে সাড়ে ছয় লাখ টাকা দিয়ে কোরিয়া আসি

আমি জাপানে গিয়েছিলাম এগারো লক্ষ টাকা দিয়ে। যাওয়ার মাত্র এক বছর চার মাস পরে ধরা পড়ে বাংলাদেশে যেতে হয়েছে। এরপর দু'বার কোরিয়া আসার জন্য নিজে নিজেই চেষ্টা করে অনেক টাকা নষ্ট করি এবং তৃতীয় বার দালালের মাধ্যমে সাড়ে ছয় লাখ টাকা দিয়ে কোরিয়া আসি। আমি কোরিয়া এসেছি প্রায় ১ বছর ৮ মাস হলো। এ সময়ের মধ্যে আমার অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, বন্ধুত্ব হয়েছে আবার অনেকে ধরা পড়ে বাংলাদেশে চলেও গেছে। এ পর্যন্ত চারটি কোম্পানিতে চারবার দৌড়ে গিয়ে পালাতে হয়েছে। জানি না ভাগ্যে কি আছে? গতকাল দৌড়ে পালানোর পর শুধু বার বার রাখাল ছেলে ও বাঘের গল্পটির কথা মনে পড়ছে।

প্রতিদিন কোনো না কোনো কোম্পানিতে রেইড হচ্ছে, প্রতিনিয়ত লোক ধরপাকড় হচ্ছে। এতেই বোঝা যায় আমরা কোরিয়ায় কি অবস্থাতে আছি। একটি মুহূর্তেরও ভরসা নেই।

Anayeth Hossain Mannan
Hyeonchang-Sumyu 60
Yuljeong-Dong, Yangju-Si
Gyeonggi-Do, SouthKorea

প্রবাস সংগঠন

ভি | য়ে | না

বাংলাদেশ-অস্ট্রিয়া এসোসিয়েশন নির্বাচন

২০ মার্চ ভিয়েনার কাফে ক্লাব ইন্টারন্যাশনালে বাংলাদেশ-অস্ট্রিয়া এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয় বিপুলসংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে। নির্বাচন কমিশনার এম নজরুল ইসলাম ২০০৫ কার্যবর্ষের জন্য কার্যকরী পরিষদের নাম ঘোষণা করেন। করতালির মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশনার কার্যকরী পরিষদের বিপরীতে কোনো প্যানেল না থাকায় এ প্যানেলকে আগামী কার্যবর্ষের জন্য নির্বাচিত ঘোষণা করেন। সভাপতি মজনু আজাদ, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মাসুদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ ইকবাল মুস্তারি, সহ-সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হুদা, সাংগঠনিক সম্পাদক লিওন মল্লিক, দপ্তর সম্পাদক নাসির উদ্দীন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ বেলায়েত, ক্রীড়া সম্পাদক মাহবুব আলম এবং সদস্য দু'জন হলেন যথাক্রমে মোজাম্মেল হোসাইন ও দেওয়ান আব্দুল করিম।

আলী মোহাম্মদ শাহেদ, ভিয়েনা

বা | হ | রা | ই | ন

বঙ্গবন্ধু পরিষদ

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাহরাইন বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে ৩১ মার্চ স্থানীয় আল-হালা ক্লাবে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা ডা. ইকবাল শাহরিয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী এম আবুল কালাম আজাদ, দিন মোহাম্মদ, আব্দুল হক, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি মোঃ সাহিদ, মাস্টার রফিকুল ইসলাম, আব্দুস শহিদ, আক্রাম উদ্দিন মাসুদ, সামসুল আলম। স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা করেন মোঃ রফিকুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম হাজারী, মিজানুর রহমান, হাবীবুর রহমান, প্রকৌশলী মহসিন, আবীর হায়াত, মাসুদুর রহমান, মোঃ কামাল হোসেন, বাবু দিলিপ দেবনাথ ও আরো অনেকে।

নিখিল রাজবংশী, সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাহরাইন

জা | র্মা | নি

বর্ষবরণ উদ্‌যাপন

১৮ এপ্রিল জার্মানির অফেনবাগ শহরের লেদার মিউজিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ১৪১২। নববর্ষের উদ্বোধনী গান পরিবেশন করে শিশুশিল্পী সপ্তর্শী, সত্যম, অর্ঘ্য, দ্যুতি, আয়ুব, বাপ্পী, বাপন, লিন্ডা, ডেনিস, সানাস্থা, সায়মা ও উৎস। পরিচালনা করেন কাঁকন আজাদ। নববর্ষকে স্বাগত জানাতে গানে অংশ নেন স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে তাপসী রায়, হেনা দত্ত, নিমনি কাদের, নাজলী কনিকা, সুজলা সিন্‌হা ও তানজিনা রহমান খান। আবৃত্তি করেন ইমদাদুর রহমান খান রিজভী, আবু করিম ও কাঁকন আজাদ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পী দেবপ্রীয়া কর ও মৃণালেন্দু করের জনপ্রিয় গান। বাংলা নববর্ষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জার্মান বর্তমান সরকারের কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্য উতা সাফট ও বিশেষ অতিথি সারিয়ান স্মিথ। অনুষ্ঠানের সার্বিক আয়োজন ও সহযোগিতায় ছিলেন তানজিনা রহমান খান, কানিজ ফাতেমা শাহিনুর খান, ইমদাদুর রহমান খান, আজিজ আহমেদ চৌধুরী, দুলাল দত্ত, স্বপন রায়, শাহীন ও মামুন শেফা।

কানিজ ফাতেমা শাহিদুর খান, জার্মানি